জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)

বিটিএমসি ভবন, (৯ম তলা),৭-৯ কারওয়ান বাজার ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং: এনএইচআরসিবি/অভিযোগ/*Suomoto*/৪৯/১৯-৪০২৬ তারিখ: ২৭/১০/২০১৯

বিষয়: পপি ত্রিপুরা হত্যায় দায়েরকৃত মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে।

২৬ অক্টোবর ২০১৯ 'নিউজ বাংলাদেশ.কম' পত্রিকায় "পপি ত্রিপুরা হত্যায় জড়িতদের শাস্তি দাবিতে মানববন্ধন" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, ১৮ অক্টোবর শুক্রবার গুলশান-২ এ প্রাইভেট কারের ধাক্কায় পপি ত্রিপুরা নিহত হন ও তার সাথে থাকা হেলেনা ত্রিপুরা গুরুতর আহত হন। গাড়ি চালক পপির উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে যায়। পরবর্তীতে পুলিশ চালক শাফিনকে (১৭) আটক করলে সে আদালতে দায় স্বীকার করে। আদালত তাকে কিশোর সংশোধানাগারে প্রেরণ করে। শনিবার বিকেল ৩টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে পপি ত্রিপুরা হত্যায় জড়িতদের শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, সাধারণ নিয়ম অনুসারে কাউকে গ্রেফতার করার পর তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক বাদীপক্ষকে জানিয়ে দেওয়ার বিধান বাধ্যতামূলক। কিন্তু পপি ত্রিপুরার হত্যাকারীকে গ্রেফতার করার ১২ ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরও তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক বাদীপক্ষকে কোন কিছুই জানানো হয়নি। এছাড়া ময়নাতদন্তের দিনেও আসামিপক্ষের লোকজন পপি ত্রিপুরার পরিবারকে তাদের সাথে মিমাংসায় যাওয়ার নানান ধরনের ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন।

০২। অভিযোগের বিষয়ে গুলশান থানার অফিসার ইনচার্জ এর সাথে মুঠোফোনে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি উল্লেখ করেন যে, এ ঘটনায় গুলশান থানায় মামলা হয়েছে। আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, ঘটনা পর্যবেক্ষণের জন্য মামলার তদন্তের সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে আগামী ২৬/১১/২০১৯ তারিখের মধ্যে কমিশনকে অবহিত করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হল। এই সঙ্গে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ছায়ালিপি প্রেরণ করা হল।

সংযুক্ত: ০২ পাতা।

২৭/১০/১৯

(আল-মাহমুদ ফায়জুল কবীর)
পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
(জেলা ও দায়রা জজ)
ফোনঃ ৫৫০১৩৭১৮(দপ্তর)

উপ পুলিশ কমিশনার
গুলশান জোন
ঢাকা